

104769 - “আমরা দোষখরে ভয়ে কথিবা জান্নাতেরে লোভে আপনার ইবাদত করিনি” এ উক্তির

প্রত্যাখ্যান

প্রশ্ন

আমি অনুভব করছি যে, আমি জান্নাতেরে লোভে ও জাহান্নামেরে ভয়ে ইবাদত-বন্দগী করি; আল্লাহর ভালবাসা থেকে নয় কথিবা নেকেকাজেরে ভালবাসা থেকে নয়। এর কারণ কি? এ রোগেরে চিকিৎসার উপায় কি? আমি যে কোন ইবাদত শুধু আল্লাহর ভালবাসা থেকে আদায় করতে চাই এবং নেকেকাজকে ভালবাসে আদায় করতে চাই। সেটো অর্জন করার উপায় কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সম্মানতি ভাই, আপনার এমন প্রশ্নেরে উৎস হচ্ছে প্রসঙ্গি সের উক্তিটি “আমরা আল্লাহর জাহান্নামেরে ভয়ে কথিবা তাঁর জান্নাতেরে লোভে তাঁর ইবাদত করিনি। বরং আল্লাহর ভালবাসা থেকে আমরা তাঁর ইবাদত করি! কউে কউে এ উক্তিটিকে অন্যভাবে উল্লেখ করে থাকেন। সে উক্তিটির মর্মার্থ হল: যে ব্যক্তি আল্লাহর দোষখরে ভয়ে তার ইবাদত করে সেটো হচ্ছে- দাসেরে ইবাদত। যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতেরে লোভে তাঁর ইবাদত করে সেটো হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ইবাদত। তারা দাবী করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা থেকে তাঁর ইবাদত করে সে হচ্ছে প্রকৃত আবদে (ইবাদতগুজার)!!

উক্ত ভাবটি প্রকাশ করার শব্দ বা ভাষা যটোই হোক না কেন এবং উক্তিকারক যিনিই হন না কেন- এটি ভুল। এটি পবিত্র শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। এর প্রমাণ হচ্ছে:

১. প্রিয় ভাই! ভালবাসা, ভয় ও আশা এগুলোর মধ্যে তটো কোন সংঘর্ষ নই যে, আপনাকে শুধু আল্লাহর ভালবাসা থেকে তাঁর ইবাদত করতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ও আশা করে আল্লাহর ভালবাসা তার মধ্যে অনুপস্থিতি থাকতে হবে; বিষয়টি এমন নয়। বরং হতে পারে সে ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসার দাবীদার অনেকেরে চয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসে।

২. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতেরে আকদি হচ্ছে- শরয়ী ইবাদত: মহব্বত ও সম্মানকে অন্তর্ভুক্ত করে। মহব্বত আশা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তরৌ করে; আর সম্মান ভয় তরৌ করে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি ছালহে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

ইবাদত দুইটি মহান বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত: ভালবাসা ও সম্মান। আর এ দুইটি থেকে তরৌ হয়: “তারা সৎকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আর তারা আগ্রহ ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে ভীত-অবনত।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০] সুতরাং ভালবাসার মাধ্যমে আগ্রহ তরৌ হয় এবং সম্মানের মাধ্যমে ভয়-ভীতি তরৌ হয়। এ কারণেই তো ইবাদত হচ্ছে- কতগুলো আদেশ ও নিষেধে। নিষেধগুলোর ভিত্তি হচ্ছে- আগ্রহের উপর এবং নির্দেশকারীর কাছে পট্টাচার অভ্যপ্রায়ের উপর। আর নিষেধগুলোর ভিত্তি হচ্ছে- সম্মান করা ও এ সম্মানতি সত্বাক ভয় করার উপর।

যদি আপনি আল্লাহকে ভালবাসেন তাহলে তাঁর কাছে যা আছে সেটা পাওয়ার জন্য ও তাঁর কাছে পট্টাচার জন্য আপনি আগ্রাহী হবেন, তাঁর কাছে পট্টাচার রাস্তা সন্ধান করবেন এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য পালন করবেন।

আর যদি আপনি আল্লাহকে সম্মান করেন: তাহলে আপনি তাঁকে ভয় করবেন, যখন কোন গুনাহ করার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগবে আপনি স্রষ্টির মহত্ত্ব অনুভব করে সে গুনাহ থেকে বরিত থাকবেন। “নশিচয় মহলি তাকে আকাঙ্ক্ষা করছেলি এবং তিনিও মহলিকে আকাঙ্ক্ষা করতেন; যদি না তিনি স্বীয় রবের নদির্শন দেখতে পতেন।”[সূরা ইউসূফ, আয়াত: ২৪] সুতরাং আপনি যদি কোন পাপকাজ করার মনস্থ করেন এবং আল্লাহকে আপনার সামনে ভবে ভয় পয়ে যান, ভীত হয়ে পড়েন ও পাপ থেকে দূরে সরে আসেন তাহলে এটি আপনার প্রতি আল্লাহর নয়োমত। যহেতে আপনি আগ্রহ ও ভয় দুটোর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে পারলেন।[শাইখ উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (৮/১৭, ১৮)]

৩. নবীগণ, আলমেসমাজ ও তাকওয়াবান লোকেরা ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করছেন এবং তাদের ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর ভালবাসাও থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুটির কোন একটিতে ধারণ করে আল্লাহর ইবাদত করবে সে বদিআতী; এ অবস্থা তাকে কুফুরীর দিকেও নিয়ে যেতে পারে। ফরেশেতা, নবী ও নকেকার লোকদের দোয়াকালীন অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নকৈট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নকিটতর হতে পারে, আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৭] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তারা সৎকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আর তারা আগ্রহ ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে ভীত-অবনত।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০]

ইবনে জারীর তাবারী বলেন: “আগ্রহ” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তারা তাঁর ইবাদত করত তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আশা আগ্রহ নিয়ে। “ভীতরি সাথে” অর্থাৎ তাঁর ইবাদত বর্জন ও নষিধে লঙ্ঘন করত না তাঁর শাস্তরি ভয়। আমরা যে তাফসরি করছি এ তাফসরি অপরাপর তাফসরিকারকগণ উল্লেখ করছেন।[তাফসরি তাবারী (১৮/৫২১)]

ইবনে কাছরি বলেন: “তারা সংকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত” অর্থাৎ নকেকাজ ও ভালকাজে।

“আর তারা আগ্রহ ও ভীতরি সাথে আমাকে ডাকত”। ছাওরী বলেন: অর্থাৎ আমার কাছে যা আছে সেটো পাওয়ার আগ্রহ নিয়ে এবং আমার কাছে আরও যা আছে সেটোকে ভয় করে।

“তারা ছিল আমার কাছে ভীত-অবনত”। ইবনে আব্বাস থেকে আলী বনি আবু তালহা বর্ণনা করেন যে: অর্থাৎ আল্লাহ যা নাযলি করছেন সেটোর উপর বশ্বাস রেখে। মুজাহদি বলেন: প্রকৃত ঈমানদার হয়ে। আবুল আলিয়া বলেন: ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। আবু সনিান বলেন: অন্তররে অনবির্য ভয়কে বলা হয়- খুশু; যে ভয় কখনো অন্তর থেকে বচ্ছিন্ন হয় না। মুজাহদি থেকে আরও বর্ণতি আছে যে, অর্থাৎ বনীত হয়ে। হাসান, কাতাদা ও আল-দাহহাক বলেন: আল্লাহর প্রতি অবনত হয়ে। উল্লেখতি উক্তগিলো প্রত্যেকেটি একটি অপরটির কাছাকাছি।[তাফসরি ইবনে কাছরি (৫/৩৭০)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“এ আলোচনা থেকে ঐ ব্যক্তির কথার অস্পষ্টতা ফুটে উঠে, যিনি বলেন: ‘আমি জান্নাতের লোভে কথিবা জাহান্নামের ভয়ে আপনার ইবাদত করছি না; বরং আমি আপনার দর্শনের লোভে আপনার ইবাদত করছি’ কারণ এ ব্যক্তিও তার অনুসারীরা ধারণা করছে যে, জান্নাত বলতে শুধু পানাহার, পরিচ্ছদে, বয়সোদী ইত্যাদি মাখলুকাতকে উপভোগ করা বুঝায়। এ বশ্বাসের কারণে জনকৈ পীর আল্লাহর বাণী “তোমাদের মধ্যে কটে দুনিয়া চায়, আর কটে আখরোত চায়” শুনলে বলেন: “তোমাদের মধ্যে কটে আল্লাহকে চায়” সেটোর উল্লেখ কোথায়?! এ পীরের এমন উক্তি গলদ। অপর এক পীর আল্লাহ তাআলার বাণী: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমনিদের জান-মাল জান্নাতের বনিমিয়ে খরদি করে নিয়েছেন” শুনলে বলেন: “যদি জান্নাতের মূল্য হয় জান ও মাল তাহলে আল্লাহর দিদির উল্লেখ কোথায়?!”

তাদের এ উক্তিগুলোর কারণ হল- তারা মনে করছেন যে, জান্নাতের নয়োমতের মধ্যে আল্লাহর দিদির থাকবে না। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে- সকল নয়োমতের আধার হচ্ছে- জান্নাত। এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়োমত হচ্ছে- আল্লাহর চহোরা দেখো। জান্নাতে এ নয়োমত পাওয়া যাবে। এর সপক্ষে অনেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়ছে। অনুরূপভাবে জাহান্নামবাসী তাদের রবকে দেখতে পাবে না। তবে এ উক্তিকার যদি তার কথার মরমার্থটি বুঝতেন; এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আপনি যদি জাহান্নাম ও জান্নাত সৃষ্টি নাও করতেন তবুও আপনার ইবাদত করা, আপনার নকৈট্য হাছল করা আবশ্যিক হত। এখান

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জান্নাত দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে- যবে স্থানে আল্লাহর সৃষ্টিকে ভোগ করা হবো।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৬২, ৬৩)]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: প্রকৃতপক্ষে- জান্নাত শুধুমাত্র গাছগাছালি, ফলফলাদি, খাদ্য ও পানীয়, ডাগরচোখা হুর, নদীঝর্ণা, প্রাসাদ ইত্যাদির নাম নয়। অধিকাংশ মানুষ জান্নাতের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। বরং জান্নাত হচ্ছে- সাধারণ ও পরিপূর্ণ নয়োমতের স্থান। জান্নাতের সবচেয়ে উত্তম নয়োমত হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার চহোরা মবারক দর্শন, তাঁর বাণী শ্রবণ, তাঁর নকৈট্য ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে চক্ষু শীতলকরণ। এ নয়োমতের সাথে পানাহার ও পোষাকাদির নয়োমতের তুলনা চলে না। কারণে প্রতিআল্লাহর সন্তুষ্টি এর সর্বনামিন পর্যায় জান্নাতের অন্যসব নয়োমত থেকে অনেক বড়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৭২] এখানে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে رضوان শব্দটিকে ‘নাকরো’ (অনির্দিষ্ট) আনা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দার প্রতি তাঁর যবে কোন প্রকারের সন্তুষ্টি সটে জান্নাতের চয়েও বড়। কবি বলেন:

আপনার পক্ষ থেকে অল্পই আমাকে তুষ্ট করবে... কিন্তু আপনার অল্পকে অল্প বলা যায় না।

আল্লাহর দদির এর ব্যাপারে হাদিসে এসছে- “আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাদরেকে তাঁর চহোরা দর্শনের চয়ে প্রিয়ি কিছু দেননি।” অপর এক হাদিসে এসছে- “যখন তিনি তাদরেকে দেখো দবিনে এবং তারা সরাসরি তাঁর চহোরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখে তারা অন্য যসেব নয়োমতের মধ্যে আছে সেগুলোর কথা ভুলে যাবে, বখেয়োল হয়ে যাবে এবং সে সবের দিকে দৃষ্টিও ফলেবে না।”

কোন সন্দেহে নহে বিষয়টি এমনই। মানুষের চিন্তায় ও কল্পনায় যা আসতে পারে এটি এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নয়োমত; বিশেষত যারা আল্লাহর ভালবাসায় অনুরক্ত তারা যখন ভালবাসার সাহচর্যে সফলকাম হবো। কারণ “ব্যক্তি যাকে ভালবাসে তার সাথে থাকবে”। এ বধিনের কোন ব্যতিক্রম নহে; বরং এটি সুনিশ্চিত। আর কোন নয়োমত, স্বাদ, চক্ষুশীতলতা ও সফলতায় সেই সাহচর্যের নয়োমত, স্বাদ ও চক্ষুশীতলতার চয়ে বড় হতে পারে! যবে সত্তার চয়ে মহান, পরিপূর্ণ ও সুন্দর আর কিছু নহে তাঁর সাহচর্যের উপরে কি আর কোন চক্ষু শীতলতা আদৌ আছে?

আল্লাহর শপথ! এই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাণান্তকর সাধনা করছেন মাহবুবগণ এবং এই ঝান্ডার লক্ষ্য পানে ছুটে চলছেন আরফীনগণ। এটি জান্নাত ও জান্নাতী জীবনের রূহ। এর দ্বারা জান্নাত ধন্য হয়েছে। এর ভিত্তিতে জান্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং এ কথা কভিবে বলা যতে পারে যবে, “জান্নাতের আশায় ও জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না?!

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

একই রকম কথা জাহান্নামের ক্ষতেরেও প্রযোজ্য (আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে হফেযত করুন)। জাহান্নামীদরে শাস্তির মধ্যে রয়েছে- আল্লাহর দদির থেকে বঞ্ছতি হওয়া, আল্লাহর লাঞ্ছনা, ক্রোধ, অসন্তুষ্টির শিকার হওয়া এবং তাঁর তাদরেক দূরে তাড়িয়ে দয়া ইত্যাদি শাস্তি জাহান্নামের আগুন তাদরে দহে ও রূহ পোড়ানোর চয়েও কঠনি। বরং তাদরে অন্তকরণে আগুনরে দহন তাদরে দহেরে উপরে দহনকে অবধারতি করে দিয়েছে। তাদরে অন্তর থেকেই আগুন তাদরে দহে ছড়িয়েছে।

নবী-রাসূল, সদ্দিকীন, শূহাদা, সালহীন প্রত্যেকেই জান্নাত আকাঙ্ক্ষা করতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন। আল্লাহই আমাদের আশ্রয়। তাঁর উপরই আমরা নর্ভর করছি। কোন শক্তি ও সামর্থ্য নই আল্লাহ ছাড়া। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিবাক। [মাদারজিল সালকীন (২/৮০,৮১)]

৫. এ উক্তটির উদ্দেশ্য হচ্ছে-জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টিকে হালকাভাবে দেখা। অথচ আল্লাহ তাআলা নজিই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করছেন। জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য এর অধবাসীদেরকে প্রস্তুত করছেন। জান্নাতের মাধ্যমে জান্নাতবাসীকে ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন এবং জাহান্নামের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকূলকে তাঁর অবাধ্যতা থেকে ও কুফরী থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিই আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাঁর সাহাবীবর্গকে জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিতেন। এভাবে আলমেসমাজ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তিরি ওয়ারশিসূত্রে এটি পয়েছেন। এর মধ্যে তারা আল্লাহর মহব্বতের কোন কমতি দেখেননি কিংবা তাদরে ইবাদতের মর্যাদাতও কোন ঘাটতি দেখেননি।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচয়ে বর্শে দুআ করতেন “হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি, আখরোতেও কল্যাণ দনি এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।” [সহি বুখারী (৬০২৬)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেন: আপনি নামাযে কি বলেন? তিনি বলেন: আমি তাশাহুদ পড়ি, এরপর আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আমি আপনার চুপচুপি পাঠ কিংবা মুয়ায (অর্থাৎ ইবনে জাবাল) এর চুপচুপি পাঠেরে কিছুই বুঝি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমরাও একই রকম কিছু চুপসিারে পাঠ করি।” [সুনানে আবু দাউদ (৭৯২), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৪৭) এবং আলবানি সহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থ হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বারা ইবনে আযবে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তুমি বহিনায় আসবে তখন নামাযের মত করে অজু কর। এরপর ডান কাতে শয়ন কর। এরপর বল: হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ আপনার কাছে সমর্পণ করছি। আমার সকল সদ্‌ধান্ত আপনার কাছে অর্পণ করছি। আগ্রহ ও ভয় নিয়ে আমার পঠি আপনার কাছে পেশ করছি (আপনার উপর নরিভর করছি)। আপন ছাড়া আপনার কাছে আশ্রয় কিংবা আপনার কাছ থেকে মুক্তিদায়ের কউে নই। আমি আপনার নায়লিকৃত কতিব ও প্রেরিত নবীর উপর ঈমান এনছি। তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি ফতিরতরে উপর (তথা ইসলামের উপর) মারা গলে। তাই তোমার সর্বশেষ কথা যনে এ বাক্যগুলো হয়।” [সহিহ বুখারী (৫৯৫২) ও সহিহ মুসলিম (২৭১০)]

শাইখ তক্বী উদ্‌দিনি সুবকী (রহঃ) বলেন:

ইবাদতগুজার ব্যক্তিগণ নানা ধরণে হয়ে থাকে। কউে আছেন আল্লাহর ইবাদত করনে তাঁর সত্তার কারণে। তিনি যদি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি নাও করতনে তবু তিনিই ইবাদতের হকদার- এ বিশ্বাসের কারণে? এটি সেই উক্তিকারের উক্তরি ভাব যিনি বলেন: ‘আমরা আপনার শাস্তির ভয়ে আপনার ইবাদত করছি না এবং আপনার জান্নাতের লোভেও ইবাদত করছি না। বরং আমরা আপনার ইবাদত করছি আপনি ইবাদত পাওয়ার হকদার হওয়ার কারণে। তা সত্ত্ববেও এই উক্তিকারক আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিন্তু কিছু লোক না জনে মনে করে যে, তিনি এমন কোন দুআ করনে না। এটি অজ্ঞতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে না এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে না সে সুন্নাহ বরোধী আমল করে। কারণ জান্নাত প্রার্থনা করা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। এবং আরকেটি দিললি হচ্ছে- ঐ লোকের কথা যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল: সো আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এবং আরও বলল যে, আমি আপনার চুপসিরে পাঠ ও মুয়ায (রাঃ) এর চুপসিরে পাঠেরে কিছুই বুঝি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমরাও চুপসিরে এ বিষয়ক দুআ পড়ি।

পূর্বপর সকলেরে নতো তিনি যদি এ কথা বলে থাকনে এরপরও যে ব্যক্তি এর বপিরীত কিছু বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি ধোকোবাজ মূর্খ।

আহলে সুন্নাহর আদব হচ্ছে- চারটি; যগুলো না হলে নয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ। আল্লাহর কাছে দৈন্যতা প্রকাশ। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর ধৈর্য ধারণ করা। যমেনটি বলছেন, সাহল বনি আব্দুল্লাহ আল-তাসাত্তুরি এবং তিনি ঠিকিই বলছেন। [সুবকীর ফতোয়াসমগ্র (২/৫৬০)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ):

আল্লাহ তাঁর ওলদদের জন্য যা কিছু প্রস্তুত রেখেছেন সেটো জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়া জান্নাতের নয়ামত। তাই সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন। যখন তিনি তাঁর জনকৈ সাহাবীকে জিজ্ঞাসে করলেন সে নামাযে কি বলবে? তখন সে বলল: আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার চুপসিরে পাঠ কথিবা মুয়াজেরে চুপসিরে পাঠরে কিছুই জানি না। তখন তিনি বললেন: আমরাও এ রকম কিছুই চুপসিরে পাঠ করি। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/২৪১)]

৭. যে ব্যক্তি ভয় ও আশা ব্যতীত শুধু ভালবাসা থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে চায় তার দ্বীনদারি আশংকাজনক অবস্থায় আছে। সে ব্যক্তি চরম পর্যায়ে বদাতি। এমনকি সে মুসলিম মিল্লাত থেকেও বেরিয়ে যেতে পারে। বড় বড় ইসলামবদ্বৈরা বলত: আমরা ভালবাসা থেকে আল্লাহর ইবাদত করি। যদি এটি আমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তবুও!! তাদের কড়ে কড়ে বিশ্বাস করত নছিক ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভ করা যায়। এদিক থেকে এটি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন: “ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তন্মাদেরকে পাপের বনিমিয়ে শাস্তি দিবেনে কেন? বরং তন্মার অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্রমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভ্‌মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাভ্রতন করতে হবে।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ১৮]

তকি উদ্দনি সুবকি (রহঃ) বলেন:

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি শুধু ভালবাসা থেকে আল্লাহর ইবাদত করে তার অজ্ঞতা এর চয়ে বশে। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কাছে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এর মাধ্যমে সে দাসত্বের দুর্বলতা, নকিষ্টতা ও জলিলত থেকে ভালবাসার শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। যেন সে নিজের ব্যাপারে নিরাপদ। যেন সে তার রবের কাছ থেকে প্রতশ্রুতি পেয়েছে যে, সে শুধু ডানপন্থী নয়; বরং মুকাররবীন (নকৈট্যশীল) এর অন্তর্ভুক্ত। কক্ষনো নয়; বরং সে সর্বনমিন স্তরের একজন।

বান্দার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার রক্ষা করা, আল্লাহর সামনে নিজেকে তুচ্ছ, নগন্য ও ছোট মনে করা, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা। আল্লাহর প্রতশিোধ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে না করা। আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করা। তাঁর সাহায্য চাওয়া। নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। অনেকে চেষ্টা সাধনা করে ইবাদত করার পরও এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ! আপনার ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করতে পারিনি। নিজের দুর্বলতার স্বীকারোক্তি দিয়ে। নামাযে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যেসেব দুর্বলতা হয় সগেলোর দকি ইঙ্গতি করে নামাযগুলোর শেষে ইস্তগিফার করা। শেষে রাত্তে দীর্ঘসময় ধরে কয়ামুল লাইল আদায় করার পর এর মধ্যে যেসেব ত্রুটি হয়েছে সগেলোর দকি ইঙ্গতি করে ইস্তগিফার করা। আর যে ব্যক্তি আদাটো কয়ামুল লাইল করেনি তার অবস্থা কমন হওয়া চাই?! [ফাতাওয়াস সুবকি (২/৫৬০)]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

(وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) (অর্থ- ভয় ও আগ্রহ নিয়ে তাঁকে ডাক) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ নরিদশে দচ্ছনে যনে মানুষ সতর্ক থাকে, ভীত থাকে এবং আল্লাহর প্রতি আশাবাদী থাকে। মানুষের মধ্যে ভয় ও আশা যনে একটি পাখরি দুটো ডানার মতো। যে ডানাদ্বয় তাকে সরল পথে অবচিল রাখবে। যদি কউে শুধু একটি ডানার উপর নরিভর করে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিনি যে, আমি অত্ব্যন্ত ক্বমশীল ও দয়ালু। এবং এটাও জানিয়ে দিনি যে, আমার শাস্তি বড় যন্ত্রনাদায়ক। [সূরা হজির, আয়াত: ৪৯, ৫০] [তাফসরি কুরতুবী, (৭/২২৭)]

প্রিয় ভাই, আপনার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে- আপনার ইবাদত বন্দগীর ক্বত্রে নবীগণ ও পূর্ববর্তী নকেকারদের পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ আপনার উপর যেসেব ইবাদত পালন করা ফরজ করছেন সগেলো আল্লাহ যভোবে পালন করা পছন্দ করেনে সভোবে পালন করা। এ ইবাদতগুলো আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি, তিনি আমলকারীদের জন্য যে সওয়াব প্রস্তুত রেখেছেন সে সওয়াবের প্রত্যাশা করা এবং কোন ইবাদত পালন বাদ গেলে কথিবা পালনে কোন ত্রুটি হলে সে জন্য আল্লাহর শাস্তি ভয়ে ভীত থাকা। যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সে আল্লাহকে ভালবাসে সে যনে আল্লাহকে দেখায় যে, সে তাঁর নবীর অনুসরণ করে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “বলুন, যদি তমেরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহও তমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তমাদের পাপ মার্জনা করে দবিনে। আর আল্লাহ হলেন ক্বমশীল ও দয়ালু।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আল্লাহই ভাল জানেন।